R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৮ই নভেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

প্রাকৃতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত একটি আদিবাসী এলাকায় সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবের সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাকৃতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত সাগরদীঘির বারালা, সাহাপুর প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসীদের কল্যাণে সরকারী পরিকল্পনা সেখানকার বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়নি। ফলে উন্নয়নের পরিবর্তে মার খাচ্ছে আদিবাসীরা। মারা পড়ছে সরকারের হাজার হাজার টাকা। যোগাযোগ নেই, সেচ নেই, চিকিৎসা নেই। এর মধ্যেই বেঁচে আছেন প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল আদিবাসী। ঘুরে-ফিরে জীবন ধারণ করছেন বন্য জন্তুর মত। গত শুক্রবার (৩ নভেম্বর) ঐ এলাকার যেখানেই গেছি সেখানেই শুনেছি সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা। সরকারী কর্তারাও সেই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন একযোগে। ল্যাম্পের (বৃহদাকার কৃষি বিপণন সমবায় সমিতি) কর্মকর্তারা বলেছেন, কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার আদিবাসী উন্নয়নে পরিকল্পনা রচনায় যতটা মন দিয়েছেন, তার রূপায়ণে ততটা অগ্রণী হন নি। এখানকার প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে প্রয়োজন সেচের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমিশনে কংগ্রেসী নেতা অভিযুক্ত

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ নভেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শর্মা সরকার তদন্ত কমিশনে রঘুনাথগঞ্জের তাপস রায় এই থানার তৎকালীন ওসি নির্মল দাস এবং স্থানীয় একজন কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। কমিশন শুনানীর জন্য তাপসবাবুর কাছ থেকে কাগজ-পত্র চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর বাঙলা বন্ধের দিন তাপস রায়সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন ওসি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁকে মদত দেন সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসী নেতা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত বাঙলা বন্ধের দিন সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে পুলিশের গুলি চালনায় এরাদত সেখ এবং অর্জ্জুন সরকার শহীদ হন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭ সালে তাঁদের স্মরণে বাসুদেবপুরে দুটি শহীদ বেদী নির্মিত হয়েছে।

বোমায় পুলিশ আহত, গুলিতে 'ডাকাত' হত

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ নভেম্বর—গতকাল গভীর রাত্রে শহরের ফুলতলা পল্লীতে জঙ্গিপুরের সি আই (পুলিশ)-এর চালক-সেপাই হুমায়ুন রেজার বাসায় ডাকাতদলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে, বোমার আঘাতে দু'জন পুলিশ আহত এবং পুলিশের গুলিতে এক জন ডাকাত নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চালক-সেপাই হুমায়ুন রেজার বাসায় কাঁতি, লাঠি ও বোমা নিয়ে দু'জন ডাকাত ঢুকলে কোন জিনিসের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকাতদের লক্ষ্য করে লাঠি ছোঁড়েন। ডাকাতরাও লাঠিতে তাঁর লাঠির জবাব দেয়। তিনি আহত হয়ে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টসে গণদেবতা জয়ী

হিলোড়া, ৭ নভেম্বর—মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের সীমান্ত এলাকা হিলোড়া-জাজিগ্রামে এবার বিদ্যুমাতা গড়া নিয়ে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। দলাদলিতে দুই পক্ষ অর্থাৎ মহেশপুর রাজবাড়ী পক্ষে হরিসদয় মজুমদার এবং স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে বীণারাণী

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙন এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ নভেম্বর—জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল গতকাল নৌকোয় করে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের মিঠিপুর থেকে কুতুবপুর পর্যন্ত গঙ্গাভাঙনে ক্ষতি-গ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাঙনের ফলে গঙ্গা পদ্মা মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে শশাঙ্কবাবু জানান।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ নভেম্বর—৩ নভেম্বর দুপুরে এই থানার রাণীনগরে নৃশংস-ভাবে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, সিসাপাড়া-রাণী-নগর মক্তবে (পাঠশালায়) ওই দিন সকালে গ্রামের ১১ ও ৮ বছর বয়সের দুই কিশোর পড়তে গিয়ে একজন আর একজনের খাবার ভঙ্গি নিয়ে ব্যঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রামযাত্রায় জটায়ুর কাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ নভেম্বর—রবিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জের গোডাউন কলোনীতে অনুষ্ঠিত 'রামযাত্রা'য় একটি যুদ্ধের দৃশ্যে জটায়ুর তরবারির আঘাতে এক কিশোরী আহত হয়। আসরের খুব কাছে বসে সে যাত্রা উপভোগ করছিল। হঠাৎ তরবারির আঘাত লাগে তার কপালে। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পিস্তল আটক, গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ৪ নভেম্বর—সামসেরগঞ্জ পুলিশ গতকাল রাত্রে এই থানার তিনপাকুড়িয়া গ্রামের আবু তালেব সেখের বাড়ীতে হানা দিয়ে ফেয়েজুদ্দিন সেখ নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে গুলিভর্তি একটি পিস্তলও আটক করা হয়। গৃহস্বামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, ফেয়েজুদ্দিন সেখ কালীপূজোর রাত্রে বীরভূম জেলার মুরারই থানা এলাকায় ডাকাতি করে এসে এখানে আশ্রয় নেয়। তার শরীরে নাকি গুলির জখমের চিহ্ন বর্তমান। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ তকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

শহরে সাইকেল চুরির হিড়িক পড়েছে, নিজের সাইকেলের যত্ন নিন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

হৃদয়হীন অত্যাচার

গ্রামবাসীদের নিকট তাহাদের সাত-পুরুষের ভিটার প্রতি অসীম মমত্ব-বোধ রহিয়াছে। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে গ্রামের মানুষ শত দুঃখে, হাজার বিপদে পড়িয়াও ভিটামাটিখানি আশ্রয় করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ শুধু মাটির প্রতি নিছক মমত্ববোধই নয়—এই মাটির সহিত জড়িত রহিয়াছে তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণের কত শত পুণ্য স্মৃতি যাহার প্রতি মানুষের থাকে অশেষ শ্রদ্ধা। তাই গ্রামবাসী মানুষের নিকটে তাহাদের ভিটামাটি পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজরিত পবিত্র পীঠভূমি। যদি কোন কারণে সেই পীঠভূমি ত্যাগ করার কোন প্রশ্ন জাগে—তাহা হইলে স্বভাবতই সেই ভিটা আশ্রয়ীর মনে বেদনা সঞ্চারিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; যে মাটির সঙ্গে পুরুষানুক্রমে নাড়ীর যোগ তাহা ছিন্ন হইবার যন্ত্রণায় সেই সব মানুষের মন মুষড়াইয়া পড়িবে—তাহাতে কি আর অতিরঞ্জন রহিয়াছে।

দুই বিঘা জমির স্বত্বাধিকারী দরিদ্র উপেনের ভিটামাটির ত্যাগের সেই অরুন্তুদ মর্মযন্ত্রণা কি করুণ দুঃখ-বহ ছিল তাহা তাহারাই বুঝে যাহাদের জীবনে এমনি হৃদয়হীন অত্যাচারের অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে। সাধ করিয়া তাই কেহ গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিতে চাহে না—অন্ততঃ সাধারন মানুষ। মাটির সংগে তাহাদের নাড়ীর যোগ। সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইবার যন্ত্রণা কি ভয়ংকর বেদনাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন ভালো। সেদিনের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণের বলি হইয়াছে কতশত উপেনের মত মানুষ। যুগের চাকা তো অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু পল্লীসমাজের শোষণ-শাসনের কি কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? বোধ হয়, না। সাম্প্রতিককালে শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে যে জিগির শোনা যায়—তাহার সেই প্রভাব কি আজিকার গ্রামঘরে গ্রামের সমাজ-মানসে পড়িয়াছে? শোষণের জাঁতি-কল—আজও অব্যাহত গতিতেই গ্রামের মানুষের বুকে চলিয়াছে। গ্রামোদ্যোগ সংক্রান্ত বড় বড় বুলি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা-কপচানি প্রায়শই আজকাল শোনা যায়। কিন্তু কি নিষ্ঠুর পরিহাস! পল্লীসমাজের বেণী ভৈরবের দল যুগে যুগে ভোল পালটাইয়া চলিয়াছে। আর পালটাইয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাদের ছাতা। যাহাদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষ চোখের জল ফেলিয়া সর্বস্বান্ত অবস্থায় গ্রাম ছাড়িয়া শুধু নিরাপত্তার তাগিদে বিদেশ-বিভুঁই শহরে আসিয়া কোন রকম আস্তানা লইয়াছে—এই সমস্ত অত্যাচারী মানুষ সমাজবিরোধী ছাড়া আর কি? সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ছাতা বদল করিয়া বেকসুর অত্যাচারের ঘানি চালাইয়া চলিয়াছে। তাহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত—সাগরদীঘি থানার হরিরামপুর, কাবিলপুর, রঘুনাথগঞ্জ থানার পাঁচনপাড়া, সিদ্ধিকালী প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মধ্যবিত্ত জোতের মালিকেরা, শিক্ষিত ব্যক্তিরা। রাজনৈতিক ছত্রধারী সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে এই সব অঞ্চলের মানুষেরা আজ বিপর্য্যস্ত। গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হইয়া চলিয়াছে। শ্রীমন্ত গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ভূস্বামী গৃহস্বামীদের উৎখাতের উপায় হিসাবে তাহারা দিনেরাতে চালাইয়া চলিয়াছে চুরি, ডাকাতি, হামলা নির্যাতন এবং হুমকি। একদা শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি আজ সমাজবিরোধী এবং রাজনৈতিক ছত্রধারীদের অত্যাচার, শোষণ-শাসনের আখড়া। এই অত্যাচারের বোধ হয় পরিসমাপ্তি নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পত্রের প্রতিবাদে প্রক্রিয়া

গত ২৫শে অক্টোবর '৭৮ তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদপত্রে প্রকাশিত শ্রীচিত্ত মুখোপাধ্যায় (এ্যাড্‌ভোকেট) এর লিখিত চিঠি পড়ে অবাক হলাম। কারণ প্রক্রিয়া সংস্থার সদস্যরা ফুটবল ম্যাচে জিতে যদি আনন্দে নৃত্য করে থাকে তবে যুব-ছাত্রদের নিরুৎসাহিত করার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে চিত্তবাবুর? প্রক্রিয়া সংস্থার সদস্যদের রেপুটেশন নিয়ে চিত্তবাবু অযথা মাতামাতি করেছেন। রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণই অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর রেপুটেশন যাচাই করবেন, এটাই আমাদের অনুরোধ। চিত্তবাবু, আপনি দয়া করে একবার রঘুনাথগঞ্জের আকুপাংচার কেন্দ্রে গিয়েছেন কি? যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে একবার আমাদের কেন্দ্রে আগত রোগী মা-ভাই-বোনদের কাছে 'প্রক্রিয়া' সদস্যদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হবেন। চিত্তবাবু, আপনি আপনার ব্যক্তিগত মতামতকে জনগণের মতামত বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। রঘুনাথগঞ্জের জনগণই 'প্রক্রিয়া' সংস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও বাঁচিয়ে রাখবেন। রঘুনাথগঞ্জের জনগণ তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র ঠিকাদারী কি আপনাকে দিয়েছেন? চিত্তবাবু, দুই মাস আগে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে আপনার সঙ্গে কার কি হয়েছিল তার ফলস্বরূপ একটি সমাজসেবী সংগঠনের কাঁধে চাপিয়ে অহেতুক বাহবা ও হাততালি পেতে চেয়েছেন। প্রক্রিয়া সংস্থার পক্ষে আমি রঘুনাথগঞ্জের জনগণকে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, দুই মাস পূর্বে চিত্তবাবুর কোন ঘটনায় আমাদের সংস্থা জড়িত ছিল না। চিত্তবাবু রঘুনাথগঞ্জের জনগণের মনে 'প্রক্রিয়া'র সেবামূলক কাজ প্রভাব বিস্তার করেছে, সেজন্যই আপনার অপচেষ্টা কিভাবে এই সংস্থাকে প্রতিরোধ করা যায়? আমরা জানি সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী, দুশ্চরিত্র বাবুরা সব সময়ই সমস্ত ভাল কাজকে বানচাল করার চক্রান্ত করে থাকে। কিন্তু জনগণের নির্ভুল বিচারে এই মিথ্যার বেসাতি ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। আপনি প্রক্রিয়া সংস্থার সেবামূলক সংগঠন আকুপাংচার কেন্দ্রের নামকরণ করেছেন 'প্রেষ্টিজ পাংচার সংস্থা'। এ বিষয়ে আমরা একমত যে, আপনার মত চরিত্রের মুখোশধারী ভদ্র ব্যক্তিদের প্রেষ্টিজ পাংচার করতে এই সংস্থা সচেষ্ট থাকবে। পরিশেষে 'প্রক্রিয়া'র পক্ষ থেকে এইটুকু বলতে চাই—জনগণের সেবায় স্থানীয় 'প্রক্রিয়া' সংস্থা ও তার সদস্যরা যদি নিজেদের নিয়োজিত করতে না পারেন তবে আপনা থেকেই 'প্রক্রিয়া' উঠে যাবে। চিত্তবাবুর চটকদারী লেখা বা চক্রান্তকারীদের হুমকিতে নয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার মনে করি যে, আমরা জনগণের সেবা করতে শুধু রঘুনাথগঞ্জে নয়, পশ্চিমবঙ্গব্যাপী আমাদের সংগঠন। এখানে সংগঠন করতে এসেছি করব এবং জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখব। প্রয়োজন হলে যে কোন চক্রান্ত ও হুমকির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। চিত্তবাবুর দেওয়া নোংরা অপবাদ শুধু জঙ্গিপুর প্রক্রিয়ার অপবাদ নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের অপবাদ। তাই আমরা আপনার জবাবদিহি চাই এবং জবাব আমরা আদায় করবই।—অরুণ দাস, সাধারণ সম্পাদক, প্রক্রিয়া রাজ্য কমিটি।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে গাঙ্গেয় বন্যা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নদী সম্পর্কে সাধারণ সত্য স্মরণ করিলেই বোঝা যাবে বন্যা কেন গাঙ্গেয় অববাহিকার নিদান ও নিয়তি। নদী যত দীর্ঘ হয় ততই নানা উৎস থেকে জল এসে মেশে। নদী যত মধ্যগতি অতিক্রম করে সমভূমিতে পড়ে ততই তার গতি তীব্রতা হারায়। তীব্রতা কমে যাওয়া মানেই তার দাঁতে ধার পড়ে যাওয়া। দাঁতে ধার পড়ে যাওয়া মানে নিজস্ব খাত গভীর করার ক্ষমতা কমে যাওয়া। ফলতঃ প্রাথমিক গতিতে যেখানে নদী গর্ভের গভীরতা ছিল ইংরাজী V আকারে শেষের দিকে তা ক্রমশঃ U এর আকার ধারণ করে যার নীচের অর্ধেকটা যায় বুজে। আর নদী যতই নরম সমভূমির উপর দিয়ে চলতে থাকে ততই তার বুকে জমে ওঠে পলির পাহাড়। আর সেই পলি বহনের ক্ষমতাও তার থাকে না। বৃষ্টিপুরিত উপনদীরা পলির ঢল মূল নদীতে নামিয়ে দিয়ে বর্ষার পর গুটিয়ে নেয় জলের ধারা। নিম্নগতিতে নদী তাই ক্রমশঃ চওড়া হতে থাকে, মূল খাতের জমে ওঠা পলি ঠেলতে না পেরে ক্রমশঃ সে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ ও শস্যক্ষেত্রের দিকে মনযোগী হয়ে ওঠে। এইভাবে রটতে থাকে ভূমিক্ষয়ের দুর্নাম। পার্বত্য এলাকায় ভূমিক্ষয় অনুল্লেখ্য। সমভূমি সাধারণতঃ নরম ও শস্যোপযোগী। নিম্নগতিতেই নদীর যাবতীয় বিধ্বংসী স্বভাব প্রকট হয়ে ওঠে। উল্লিখিত গোলমেলে ব্যাপারগুলো গঙ্গার ক্ষেত্রে যেমন মারাত্মক ভাবে রয়েছে আর কোন নদীতে আছে কিনা জানি না। ফলতঃ এককালীন প্রচুর বৃষ্টির শেষ

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গাঙ্গেয় বন্যা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

দুর্ভোগ যা হবার গঙ্গায় তাই হয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতির নিম্নতা নদী হিসাবে গঙ্গার গোষ্ঠী চরিত্র, সমভূমির দীর্ঘত্ব ইত্যাদির সাজানো সতরঞ্চ মৌসুমী যখন জুয়া খেলতে আসে তখন গাঙ্গেয় অববাহিকার ভাগ্যটি দান দেওয়া ছাড়া আর করার কিছু থাকে না।

গঙ্গার বন্যা সুতরাং সবচেয়ে চিন্তনীয় ব্যাপার আরো এই কারণে যে গঙ্গা একটি নদী নয় গঙ্গা একটি সভ্যতার নাম। উত্তরাপথের অপ্রাচীন সভ্যতা গঙ্গাকেন্দ্রিক। আর্যরা গঙ্গার অববাহিকা ধরে বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব-ভারতে। ইংরেজরা আসার আগে পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদীই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে যত শহর ও নগর গড়ে উঠেছে নদীর তীরে তীরে। আর গঙ্গার মতো নদী কি ছিল? যত জনপদ, যত সংস্কৃতি কেন্দ্র, যত উর্বর কৃষিভূমি—এখনও গঙ্গাকে ঘিরেই। আর সেই কারণে এরজলোচ্ছ্বাস যত সহজে যত বেশী ক্ষতি করতে সক্ষম তত অ ার কোন নদীর দ্বারা সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে।

এইখানে আমরা থামতে পারি এই প্রত্যাশায় মনীষীরা অতঃপর গঙ্গা নিয়ে ফরাক্কার বিপরীত একটি মাষ্টার প্ল্যান করবেন। বিপরীত কথাটা বলার তাৎপর্য এই যে, ফরাক্কা শীতকালের জন্য; বর্ষাকালের জন্য কিছু করা সম্ভবতঃ উচিত। এবং হয়তো সেইটেই ছিল প্রথম উচিত। (শেষ)

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করে। সে রেগে গিয়ে মারধোর শুরু করে। মক্তবের মৌলবী সাহেব তাদের ছাড়িয়ে দেন। ছুটির পর একসাথে বাড়ী ফেরার পথে মাঠে অভিভাবকদের দেখতে পেয়ে একজন ব্যঙ্গের কথা বলে। অভিভাবকরা যে ব্যঙ্গ করেছিল তাকে প্রহার করে। সে বাড়ীতে গিয়ে প্রহারের কথা জানালে তার মা প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্ছিতা হন। এরপর সে দুপুরে খেতে বসলে তার বন্ধুর অভিভাবকরা (৩জন) লাঠি ও বল্লম নিয়ে বাড়ী চড়াও হয়ে তাকে মারতে মারতে মাঠে নিয়ে যায় এবং সেখানে বল্লমের আঘাতে তুরু সেখকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

টসে গণদেবতা জয়ী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিংহ আলাদা আলাদা বিশ্বমাতার মূর্তি গড়েন। কালীপূজোর সময় দুই দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা বেদীতে উঠবেন—এই প্রশ্নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কালীপূজোর আগেরদিন টসের মাধ্যমে এই সংস্যার সমাধান করেন স্থানীয় প্রশাসন। টসে জয় হয় গণদেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের গড়া বিশ্বমাতার। বেদীতে ওঠেন তিনি, পূজো হয় তাঁরই। ধুমধামের সঙ্গে পূজো শেষ হয়। প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে। পুলিশ মোতায়েন থাকায় মেলায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গুলিতে ডাকাত নিহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাইরে বে রয়ে চিৎকার শুরু করেন। ফুলতলার মোড়ে কর্ত্তব্যরত টহলদার পুলিশ ওই চিৎকার শুনে এক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। ডাকাতরা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে টালি এবং বোমা ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশ ডাকাতদের লক্ষ করে দু'রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে আজিম অথবা নাজিম সেখ (এখনও সনাক্ত হয়নি) নামে একজন ডাকাত আহত হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর তার মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি ডাকাতদের লাঠি ও বোমার ঘায়ে হুমায়ুন রেজাসহ দু'জন পুলিশ জখম হন। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

পুলিশ আরো জানিয়েছে, একই রাতে ছোটকালিয়ায় লোকমান সেখের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দেয়। কিন্তু লোকজন জেগে ওঠার ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে এসে ফুলতলায় চালক-সেপাই হুমায়ুন রেজার বাসায় হানা দেয়।

এদিকে স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, এটি একটি সাজানো ঘটনা। পুলিশ 'অন্যায় ভাবে একজন পাগলকে গুলি করে মেরেছে। ঘটনার আগের দিন বিকেলে নিহত ব্যক্তিকে উন্মাদ অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা গিয়েছে। মৃত্যুর সময় তার পরনে ছেঁড়া কাপড় ছাড়া কিছু ছিল না। জনসাধারণের বক্তব্য, অন্য সময় ফুলতলা মোড়ে মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই, জুয়া প্রভৃতি অসামাজিক কাজকর্ম চলে, মিয়াপুরে সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে ডাকাতি হয় —পুলিশ তখন নিষ্ক্রিয় থাকে। একজন উন্মাদকে মারার সময় পুলিশের রাইফেল গর্জে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ফুলতলার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছেন।

সামান্য শাকের জন্য

অরঙ্গাবাদ, ৩ নভেম্বর—আজ সুতী থানার হারোয়া গ্রামে সামান্য শাক তোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দলের সংঘর্ষে ১০জন মহিলা ও ৫জন পুরুষ জখম হন। এক সময় উভয় পক্ষের ঢিল ছোঁড়াছুঁড়িতে গ্রামবাসীদের পক্ষে পথে বেরোনো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতী পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় একটি বাচ্চা মেয়ে একজন গ্রামবাসীর ক্ষেতে শাক তুলতে গেলে তাকে মারধোর করা হয়। তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিবাদ করতে গেলে সংঘর্ষ বাধে।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ইয়ুথ ক্লাব পরিচালিত কমলাকান্ত রানিং স্মৃতি শীল্ড ও দাদাঠাকুর রানিং স্মৃতি কাপের একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ প্রক্রিয়া সংস্থা ৬—০ গোলে অমরজ্যোতি ক্লাবকে পরাজিত করে।

সেবা সমিতির সেবা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৭ নভেম্বর—অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বরিশাল সেবা সমিতির ফরাক্কা শাখার উদ্যোগে শ্যামাপূজো উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জাতীয় বৃত্তি পরীক্ষা

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এই জেলায় ১৯৭৮ সালের ন্যাশনাল স্কলারশিপ পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত ২১শে নভেম্বর, ১৯৭৮ তারিখের পরিবর্তে আগামী ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ মঙ্গলবার গ্রহণ করা হবে। নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যথাসময়ে ডাকযোগে পাঠানো হবে।

শিক্ষক আবশ্যক

বিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত বি-এস সি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে সম্পাদক থামড়া ভাবকী জুনিয়ার হাইস্কুল, পোঃ রাজপুত খেঘরী, জেলা মুর্শিদাবাদের নিকট নিজ হস্তে লিখিত আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

বন্দুক বিক্রয়

একটি সুন্দর দোনলা বিলাতী বন্দুক (খুব ভাল অবস্থায়) বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন: শ্রীগঙ্গাধর সিংহরায়, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—কলকাতা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী
দ্রব্য বিক্রেতা।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এর স্থগিত ফুটবল টুর্ণামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ই নভেম্বর থেকে। বিশদ বিবরণের জন্য খোঁজ নিন। —সম্পাদক, সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

সরকারী পরিকল্পনা মোটেই খাপ খায়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সড়ক-পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। এখানকার সরকারী কর্ত্তারা উপরমহলে বহুবার জানিয়েছেন কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই, টনক নড়েনি কারও।

জলসেচের কোন রকম ব্যবস্থা এই এলাকায় নেই। ডিপটিউবওয়েল বসেছে তবে জল উঠছে না। এই অবস্থায় গত বছর এখানে ফসল হয়নি। ফলে ল্যাম্প আদিবাসীদের কৃষিঋণ বাবদ যে ৬০ হাজার টাকা দিয়েছিল তা মারা পড়েছে। মারা পড়েছে মধ্যমেয়াদী ঋণ বাবদ দেওয়া ৩৯ ইউনিট (৫টিতে এক ইউনিট) গরু, ছাগল, ভেড়ার দাম। কারণ পশু-চিকিৎসার কোন রকম ব্যবস্থা না থাকায় ল্যাম্পের হিসেবে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাগল এবং ২০ শতাংশ ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে রোগভোগে। গরু ইন-সিওর করা থাকে, তাই ক্ষতিপূরণ পাবার সম্ভাবনা থাকে। এ বছর ওই খাতে ল্যাম্পে ৩০ হাজার টাকা এসেছে, কিন্তু ল্যাম্প সে টাকা গ্রহণ করেনি। তাদের মতে, এভাবে ঋণ দিলে তার দায় চাপবে সাঁওতালদের উপর। মারা পড়বে তারা।

গত বছর ৪৬৫টি কুলগাছে লাক্ষা চাষ করা হয়েছিল। আবহাওয়ার কারণে তার পুরোটাই নষ্ট হয়েছে। এত ক্ষতি সত্ত্বেও কিন্তু ল্যাম্পের ভাণ্ডারে লভ্যাংশ এসেছে। তবে বিনিয়োগের তুলনায় তা নিতান্তই কম। প্রথম চার মাসে লাভ হয়েছে ১৬৯-১৩ প:; দ্বিতীয় বছরে ২৬৬৫-৪২ প:, এ বছরে অন্ততঃ সাত হাজার টাকা। সঠিক হিসেব এখনও মেলেনি। ল্যাম্পের বেশীর ভাগ বিনিয়োগ যখন ক্ষতির অঙ্ক বাড়িয়েছে তখন প্রশ্ন লভ্যাংশ এল কোথা থেকে? লাভ হওয়ার মূলে ল্যাম্প থেকে আদিবাসীদের কনট্রোল দামে কাপড় বিক্রী। রেশন কার্ড পিছু সপ্তাহে একটি ধুতি বা শাড়ী। এ অঞ্চলে এই কাপড়ের চাহিদা প্রচুর। রাজ্য সরকার এখানে যে কোটা পাঠাচ্ছেন তাতে দু'দিনও যায় না। চাহিদার সিকি শতাংশ কাপড়ও ল্যাম্প পায় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা সাগর-দীঘির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সমস্ত পরি-কল্পনা আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে, বেকারত্ব ঘোচাবে, ঘরছাড়া থেকে নিবৃত্ত করবে—রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ সেই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থ হচ্ছেন। ল্যাম্পের রিপোর্টও বলছে টালি, চুন, লাক্ষা, ফার্টিলাইজারের প্রকল্প এখানে কার্য্যকরী হতে পারে। এখানে প্রচুর দীঘি রয়েছে। সেখান থেকে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া বিনোদ খালের সংস্কার করা হোলে এই এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের জল আসবে। আকাশের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকার নিদারুণ অসহায়তা দূর হবে। রেলের সৃষ্টিছাড়া যোগাযোগ ছাড়া এই এলাকায় সড়কপথে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হোলে মহীপাল থেকে দিয়ারা, সাহাপুর থেকে সাগরদীঘি প্রভৃতি রাস্তার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন মেটাবে কে? টাকা আছে, জায়গা নেই। ফলে ল্যাম্প নিজস্ব ঘর বা গোডাউন তৈরী করতে পারছে না। গোডাউনের অভাবে সারের ব্যবসা করা যাচ্ছে না। জে এল আর ও অফিসের অসহযোগিতায় খাস জমি মিলছে না। উপর মহলের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জে এল আর ও অফিস জায়গা দিতে টালবাহান করছেন। ঠিক একই কারণে মার খাচ্ছে সাহাপুরে আদিবাসী মেয়েদের আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিংকাম প্রোডাকসন সেণ্টার টি (সংক্ষেপে টিসিপিসি)। বছরে কুড়ি জন করে মেয়ে এই কেন্দ্রে শিক্ষা নিচ্ছেন। শিক্ষা শেষে একটি করে সেলাই মেশিন বিনামূল্যে তাদের দেওয়া হবে। যদিও প্রথমবারের কোটা এখনও আসেনি। সুন্দর সুন্দর উল ও ছিটের পোষাক দেখে মনেই হয় না এগুলো আদিবাসী অশিক্ষিত মেয়েদের হাতের কাজ। তবুও স্থানীয় বাজারে এগুলির চাহিদা নেই। কারণ উল বা ছিট আসে উচ্চমূল্যে কলকাতার আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র থেকে। বাজারের থেকে তার দাম অনেক বেশী। ফলে এখান-কার তৈরী পোষাকের উপর সব কিছু মিলিয়ে দাম অত্যধিক বেশী পড়ে। তার উপর আছে পাঁচ শতাংশ হারে সারচারজ। অথচ এলাকার সবাই গরীব মানুষ। তারা এত দামী পোষাক কিনবে কোথা থেকে?

সেণ্টারের শিক্ষিকা পুতুল ঘোষ বললেন—স্থানীয় বাজার থেকে ছিট্ বা উল কিনে পোষাক গড়লে এখানে বাজার পাওয়া যাবে। লাভ বাড়বে। বাড়বে মেয়েদের মধ্যে সেণ্টারের প্রতি আগ্রহ। তাছাড়া শিক্ষা শেষে শুধু মাত্র একটা মেশিন দিয়ে পাস করা মেয়েদের আথিক সংস্থানের সুরাহা সম্ভব নয়। তাদের ছিট বা উল কিনে পোষাক তৈরীর ক্ষমতা কোথায়? আর এ ভাবে তৈরী পোষাক বিক্রীরও অসুবিধে। কোন নির্দ্দিষ্ট সমবায় বিপণি থাকলে সে অসুবিধে দূর হতে পারে। এই অঞ্চলে ঘুরে স্পষ্টতই বোঝা গেছে, সমস্ত অসুবিধে বা সমস্যাই দূর হতে পারে যদি সরকারের লাল ফিতের ফাঁস খোলে। অথবা একটু সহানুভূতির সঙ্গে এই এলাকার হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসীর স্বার্থরক্ষায় যদি কখনও গৃহীত হয় বাস্তবমুখী ব্যাপক পরিকল্পনা।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

১৯৭৭ সালে স্থাপিত

১৯৭৯ এর সেসানে (session) কিণ্ডারগার্টেন ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান ও টু শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ফর্ম স্কুলের অফিসে সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন।

অভয়াপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

অধ্যক্ষ

জঙ্গিপুর সাহেববাজার (মুর্শিদাবাদ)

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাইকেল চোর আপনার পেছনেই ধাওয়া করছে, সতর্ক থাকুন